ধর্ম্ম সত্য প্রমাণ দেখুন আসামেতে আশ্চর্য্য ঘটনা

সৎমায়ের চরিত্র

ছেলের মাংস কেটে রন্ধন

সতীনের ছেলেকে কেটে মাংস খেতে দেয় স্বামীরে

লেখক

শ্রীনিতাই সরকার

প্রকাশক—হরিসাধন মল্লিক (ঢাকা)

ব্যাণ্ডেল, নলডাঙ্গা নারায়ণপুর, হুগলী

মূল্য—দশ পয়সা।

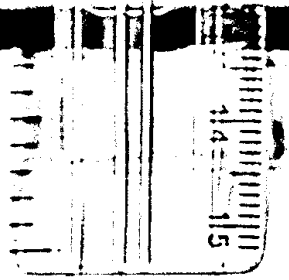

কবিতা আরম্ভ

ওমা সরস্বতী মম প্রতি করগো করুণা
আশ্চর্য্য কবিতা একটি লিখিতে বাসনা।

নিয়ে তোমার নাম ২ ধরিলাম ভাঙ্গা কলমখানি,
লিখিতে বাসনা নূতন খুনের কাহিনী।

ঘটনা আসামেতে ২ পাই জানিতে তালপুকুরের পারে,
হারাণ রায় নামে একজন সেথায় বসত করে।

ছিল শ্রেষ্ঠ ধনী ২ জ্ঞানী গুণী নিজের করবার ছিল;
রায় বংশর ভাল মেয়ে সে বিবাহ করিল।

নাম তার ভারতী ২ ছিল সতী দেখিতে সুন্দরী,
দেখলে পরে মনে হত স্বর্গের অপ্সরী।

দুই বছর পরে তাহার ঘরে একটি পুত্র হল
আনন্দেতে পিতা মাতা তপন নাম রাখিল।

পাঁচ বৎসর পরে ২ ভর্ত্তি করে স্কুলেতে গিয়া
তপন কুমার স্কুলে পড়ে আনন্দিত হইয়া।

হঠাৎ ভারতীরে ২ ধরে জ্বরে হইল নিমোনিয়া,
তিন দিনকার জ্বর হইয়া গেল সে মরিয়া।

হারাণ চিন্তা করে কেমন করে ছেলে মানুষ করিব,
কেমন করে আমি এখন কাজেতে যাব।

এসে পাড়ার লোকে ২ বুঝায় তাকে মোদের কথা ধর,
ভাল দেখে আর একটি মেয়ে বিয়ে তুমি কর।

এই কচি ছেলে ২ বড় না হলে কোথায় রেখে যাবে,
মাতৃহারা ছেলেকে আর কে মানুষ করিবে।

হারণে চিন্তা করে ২ আনল ঘরে আর একটি মেয়ে,
স্ত্রীর নামটি উষাবালা বাস করে শহরে।

হারাণ বলে তারে ২ এই ছেলেকে মানুষ করিবে,
নিজের ছেলের মত তুমি ইহাকে দেখিবে।

এই ছেলের তরে ২ বিয়ে করে আনলাম তোমাকে,
উষা বলে নিজের মত ভালবাসবো ওকে।

কোরনা কোন চিন্তা ২ শোন কথা বিশ্বাস করিয়া,
একে আমি দেখবো শুনবো কাজে যাও চলিয়া

হরাণ তাই শুনিয়া যায় চলিয়া নিজের কারবারে,
উষারাণী গর্ভবতী হইল ছয় মাস পরে।

তখন চিন্তা করে ২ কুবুদ্ধি ধরে ভাবে মনে মনে,
নিজের ছেলে বড় হলে ভাগ নেবে দুই জনে ।

একে সরাতে হবে ২ তবেই ভবে হবে আমার সুখ,
সতীনের ছেলে কি আমার বুঝবে মনের দুখ।

এই চিন্তা করে ২ বলে ছেলেকে স্কুলে যেওনা,
স্কুলেতে গেলে পরে ঘরের কাজ চলে না।

হারাণ বাড়ী এলে তপন বলে মা আমারে কয়,
স্কুলেতে গেলে কি আর ঘরের কাজ হয়।

হরাণ যায় রাগিয়া ২ উষাকে গিয়া বলিতে লাগিল
এই কি তোমার মনের আশা আগে থেকে ছিল ।

ওকে স্কুলেতে ২ কেন যেতে দিচ্ছ নাকো তুমি,
বাড়ীর কাজের জন্য লোক রেখে দিব আমি ।

উষার রাগ হইল ২ খেতে দিল তপনকে ডাকিয়া,
তিন দিম কার বাসী ভাত খেতে দিল উষা গিয়া।

তাহপর কলেরা হল ২ হারাণ এল স্ত্রীকে ডেকে কয়,
কেমন করে এমন হল বলিবে নিশ্চয়।

তপন পিতার ধারে ২ ধীরে ধীরে সব বলে যায়
তিন দিনকার বাসী ভাত খেতে দেয় আমায় ।
হারাণ রাগ হইয়া ২ উষাকে গিয়া চুলের মুঠি ধরে ।
তিন দিনকার বাসী ভাত খাওয়ালে কেমন করে ।
বাড়ীতে ডাক্তার এসে দেখে শেষে ভাল হয়ে গেল ।
উষারাণীর মনের রাগ মনেতে রহিল ।
একদিন তপন রায় ২ পুকুরে যায় সাঁতার কটিতে
স্নান করিয়া আসতে তাহার দেরী হল তাতে ।
উষা রাগ হইয়া ঘাড় ধরিয়া মারিতে লাগিল ,
মনের রাগে তপনের চুলের মুঠি ধরিল ।
তুই পুকুরে গিয়ে ডুবাইয়া সাঁতার কাটবি,
আমি তোকে কিছু বললে তোর পিতার কাছে বলবি
আজ তোর রক্ষা নাই ২ মারলো যাই বিছুটি ডাল দি
মারের চোটে ফুলে গেল সারা দেহ ছাইয়া ।
তপন চীৎকার করে ২ মায়ের ধারে বিনয় করে বলে
আর কোনদিন বলবো না মা বাবা বাড়ী এলে ।
তপনকে মেরে ধরে ২ অন্ধ ঘরে তালা দিয়ে রাখে,
ঘরের মধ্যে কাঁদে বসে অতি মনের দুঃখে ।

(তপনের দুঃখের গান)

জনম দুখি কপাল পোড়া আমি একজনা
আমার জনম গেল দুঃখে দুঃখে সুখের দিন আর হ
শিশুকালে মরলো মাতা মনের মত মা পেলাম না,
অন্ধ ঘরে সারাদিন ধরে খেতে নাহি পাই ।
খেতে চাইলে দেয় এনে মোরে উনানের ছাই,

(৫)

আমায় দিবারাত্র মারে ধরে দেয় যে কত যাতনা।
পিতার কাছে বলে দিলে বেধে রাখে মোরে,
বিছুটি পাতার ডাল দিয়ে মারে যে আমারে।
ও ভগবান আর কত দিন সইব দুঃখেয় গঞ্জনা।

এখন বলে যাই শুনেন ভাই যত বন্ধুগণ,
দুপুর বেলায় হারাণবাবু বাড়ী আসে যখন।
ছেলের চীৎকার শুনে ২ যায় তখনে তালা বন্ধ ঘরে,
লাথি দিয়ে দরজা ভেঙ্গে ছেলেকে বাহির করে।
ধরে উষারণীকে ২ মারতে থাকে বাহির করিয়া,
মারের চোটে রাগ হইয়া বাপে বাড়ী যায় চলিয়া।
মেয়ের পিতা তারে বারে বারে বুঝাইতে লাগিল,
স্বামীর সঙ্গে রাগারাগি ভাল না হইল।
বলো দিয়ে আসে ২ গ্রামবাসী দেখলে কি বলবে,
বিয়ে দেয়া মেয়ে কেন বাপের বাড়ী থাকবে।
তখন এই বলিয়া ২ যাই চলিয়া মেয়েটিকে নিয়ে,
জামাইকে বুঝিয়ে দিয়ে বাড়ী যায় চলিয়ে।
এদিকে দুষ্ট নারী ২ শুনতে পারি অপমান হয়ে
ক্রন্দন করিতে থাকে রান্নাঘরে গিয়ে।
পরদিন বাজার হতে ২ চাকর সাথে খাসির মাংস কিনে
হারাণবাবু বাড়ী পাঠায় আনন্দিত মনে।
সেই মাংস নিয়ে ২ কাটে গিয়ে রান্নাঘরে বসে,
তখন তখন আব্দার করে মায়ের কাছে এসে।

আমি মাংস খাব টিপিন নেব স্কুলের লাগিয়া,
আব্দার করে বলে তপন মায়ের গলা ধরিয়া।
এদিকে পরাণী নীচু জ্ঞানি উঠিল জ্বলিয়া,
তপনকে ধাক্কা মেরে দিল সে ফেলিয়া।
হাত ভেঙ্গে গেল ২ চীৎকার দিল অসহ্য জ্বালায়,
ইহা দেখে উষারাণীর মনে ভয় হয়ে যায়।
তখন ভাবে মনে মনে ২ আজকের দিনে রক্ষা নাই
ছেলেকে কেটে রন্ধন করে স্বামীকে খাওয়াই।
তখন উষাবালা ২ প্রাণ উতলা উন্মাদ হইয়া,
তপনের চীৎকার বন্ধ করে মুখে চাপা দিয়া।
কাপড় চাপা দিল টিপে ধরল গলাটি তাহার,
বটি দিয়ে এক কোপে করিল সংহার।
সে যে বিভীষিকা যায় না দেখা কি বলিল ভাই,
চোখে দেখা দূরের কথা কানে শুনি নাই।
তারপর সেই ছেলেকে ২ কাটতে থাকে কুচি কুচি করে,
মাংসের সহিত মিশাইয়া রান্না করে ঘরে।
শেষে মাথাভুড়ি ২ একত্র করি উনানের ভিতর,
ছাই চাপা দিয়ে রাখে চিন্তা ভাবনা করে।
তারপর রাত্রিকালে ২ দিবে ফেলে মনেতে ভাবিয়া,
জঙ্গলেতে রাখে তারে মাটি চাপা দিয়া।
এদিকে দুপুরেতে ২ দোকান হতে হারাণ বাড়ী আসে,
স্নান করিয়া খেতে তখন শীঘ্র করে বসে।
বসে ভাত খাইতে ২ তারপরেতে স্ত্রীকে জিজ্ঞাস করে,
তপনকুমার কোথায় গেল দেখছি নাতো।

শুনে দুষ্ট নারী ২ তাড়াতাড়ি স্বামীর খাবার দিয়ে,
এইমাত্র ছিল হেথায় গেল ভাত খেয়ে।

তুমি খেয়ে নাও২ দোকানে যাও হয়ত কোথায় গেছে,
কবি বলে ধর্ম্ম সত্য আজও আছে।

শুনে স্ত্রীর বাণী ২ সরল জানী ভাত খেয়ে নিল,
স্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করে ভাত মুখে দিল।

যেই ভাত মুখে দিল টিকটিকে ডাক দিল.
বাধা পেয়ে মুখের ভাত থালাতে রাখিল।

আবার ভাত মেখে ২ দেয় মুখে টিকটিকে ডাক দেয়,
দুইবার বাধা পেয়ে বাবুর মনে সন্দেহ হয়।

তখন স্ত্রীকে বলে ২ কোথায় গেছে ডেকে তুমি আন,
চারিদিকে অমঙ্গল দেখি মন মোর উচাটন।

আন শীঘ্র করে ২ সঙ্গে তারে খাওয়াইব বসি,
স্ত্রী বলে তুমি খাও আমি খুঁজে নিয়ে আসি।

তুমি ভাত খাও ২ রেখে দাও কিছু থালার পাশে,
ছেলে এসে ধীরে ধীরে খাবে অবশেষে।

তখন এই বলিয়া ২ যায় চলিয়া সেই দুষ্ট নারী,
তারপরে চলে শীঘ্র নিজের বাপের বাড়ী।

হারাণ ভাত মেখে২ থালায় দেখে একটি অজগর সাপ,
খাওয়া ফেলে লাফ দিয়ে বলে বাপরে বাপ।

খুঁজে লাষ্টি নিল ২ ধাওয়া দিল সাপ মারিবারে,
সাপ তখন ঢুকে গিয়া সেই উনানের ভিতরে।

এদিকে বাড়ীর চাকর ২ আসে সত্বর চীৎকার শুনিয়া,
হারাণ বলে একটি সাপ ঢুকেছে উনানে গিয়া।

শুনে সেই চাকয় ২ শীঘ্র করে লাঠি হাতে নিয়া
উনানের ভিতর গুতো মারে সেই লাঠি দিয়া
দেখে সাপ নাই ২ আছে ভাই শুধু মাথা ভুড়ি
ইহা দেখে হারাণবাবু উঠে চীৎকার করি।
আসে পাড়ার লোক করে শাক হত্যাকাণ্ড দেখে,
সকলে খুজিতে থাকে সেই বিমাতাকে।
এদিকে হত্যার খবর থানার ঘর পৌছিয়া গেল,
দারোগাবাধু খবর সেশে ছুটিয়া আসিল।
এসে দেখতে পায় বাড়ী ভরে বহু লোকজন,
হরাণবাবু মাটিতে পড়ে করিছে ক্রন্দন।
সবাই শান্ত করে ২ জিজ্ঞাস করে সকল বিবরণ।
এ অবস্থা হল তোমার কিসের কারণ।
এদিকে পাড়ার লোকে বিলাতাকে খুজে নাহি পায়।
দারো গাবাবু ছুটে তখন উষার বাপের বাড়ী যায়।
দেখে বাড়ী জুড়ে ২ সার্চ করে দেখে গোয়াল ঘরে।
পুলিসেরা উষারাণীকে হাত কড়া মারে।
দিল হাত কড়া ২ দিয়ে তারা থানাতে চলিল।
ইহা দেখে মেয়ের পিতা শিউরী উঠিল।
জোর মামলা চল্লো ২ আগে ছিল কড়াকড়ি আমল
সাহেন জজে বিচার করে করিয়া কৌশল।
মাটিতে গর্ত্ত করে ২ দেহটা ভরে রাখিল পুতিয়া,,
হাত মুখ খাওয়াইল পাগল কুকুর দিয়া।
রাখে খোলা জায়গায় ২ দেখলো সেথায় শত শত লো